আলমডাঙ্গায় গ্রামবাসীর সাহসিকতায় ব্যর্থ ডাকাতির চেষ্টা, আটক ডাকাত সদস্য

আলমডাঙ্গায় গ্রামবাসীর সাহসিকতায় ব্যর্থ হয়েছে ডাকাতির চেষ্টা। আটক হয়েছে একজন ডাকাত সদস্য।

আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকররা ইউনিয়নে স্থানীয় দুই গ্রামের মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধে একটি বড় ধরনের ডাকাতির চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। গ্রামবাসীর তাৎক্ষণিক গণধাওয়ার মুখে পিছু হটতে বাধ্য হয় ডাকাত দলটি।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ১৫ ই অক্টোবর রাতে খাসকররা ইউনিয়নের কাবিলনগর গ্রামের মতিয়ার রহমানের বাড়িতে একদল সশস্ত্র ডাকাত হানা দেয়। বাড়ির ভেতরে ঢোকার সময় বিষয়টি টের পেয়ে পরিবারের সদস্যরা চিৎকার শুরু করেন। ওই আওয়াজ শুনে আশপাশের ৭-৮ জন গ্রামবাসী লাঠিসোটা হাতে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ডাকাতদের ঘিরে ফেলেন।

গ্রামবাসীর তীব্র প্রতিরোধের মুখে পড়ে টিকতে না পেরে ডাকাত দল পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কাবিলনগর গ্রামের সীমানা পেরিয়ে তারা পার্শ্ববর্তী রায়সা গ্রামের দিকে ছুটলে স্থানীয়রা তাদের ধাওয়া করেন। এরই মধ্যে রায়সা গ্রামের বাসিন্দারাও সতর্ক হয়ে যান। দুই গ্রামের মানুষের যৌথ ও সাহসী পদক্ষেপে চারদিক থেকে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ডাকাত দল। একপর্যায়ে রায়সা গ্রামের লোকজন হাতেনাতে ডাকাতদের আটক করেন।

গাংনীর বাহাগুন্দা মৌজা কেটে

ইসলামনগরে অন্তর্ভুক্তির প্রতিবাদে গ্রামবাসীর বিক্ষোভ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ৫০ নম্বর বাহাগুন্দা মৌজার অংশ কেটে মেহেরপুর সদর উপজেলার নবগঠিত ৯৭ নম্বর ইসলামনগর মৌজায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বাহাগুন্দা গ্রামের বাসিন্দারা।

গতকাল শনিবার দুপুরে বাহাগুন্দা জামে মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি গ্রামের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে বাহাগুন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে একটি প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, বাহাগুন্দা মৌজার একটি বড় অংশ ইসলামনগর মৌজায় অন্তর্ভুক্ত করা হলে সাধারণ মানুষকে জমি রেজিস্ট্রি, নামজারি, খাজনা প্রদান, ভূমি-সংক্রান্ত কাগজপত্র সংশোধনসহ বিভিন্ন সরকারি সেবা গ্রহণে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হবে।

তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে বাহাগুন্দা মৌজার মানুষ গাংনী উপজেলা প্রশাসনের অধীনে ভূমি-সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন। নতুন সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে একই গ্রামের মানুষকে জমির অবস্থান অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন প্রশাসনিক কার্যালয়ে যেতে হবে, যা তাদের সময়, অর্থ ও দুর্ভোগ বাড়াবে।

বক্তারা আরও অভিযোগ করেন, গাংনী উপজেলার ৫০ নম্বর বাহাগুন্দা মৌজার ১ থেকে ১২৫৬ নম্বর আরএস দাগ ইসলামনগর মৌজায় অন্তর্ভুক্ত করার গেজেট নোটিফিকেশন বাতিল করা জরুরি।

তারা বলেন, একই গ্রামের বাসিন্দাদের ভিন্ন প্রশাসনিক কাঠামোর আওতায় নিয়ে গেলে ভোটার তালিকা, নাগরিক সেবা এবং অন্যান্য সরকারি কার্যক্রম পরিচালনায় জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে।

প্রতিবাদ সমাবেশ থেকে বাহাগুন্দা মৌজাকে পূর্বের প্রশাসনিক কাঠামো অনুযায়ী বহাল রাখা এবং ইসলামনগর মৌজায় অন্তর্ভুক্তির গেজেট বাতিলের জোর দাবি জানানো হয়।

সমাবেশে বক্তব্য দেন ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মফিজুল

ইসলাম, ধানখোলা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক নুর ইসলামসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

ভুক্তভোগী গ্রামবাসীর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এ কর্মসূচি থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি দ্রুত সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানানো হয়। দাবি আদায় না হলে ভবিষ্যতে আরও কঠোর কর্মসূচি পালনের হুঁশিয়ারি দেন বাহাগুন্দা গ্রামের বাসিন্দারা।

দামুড়হুদায় গ্রামবাসীর সাহায্যে দুই মাদক কারবারি আটক

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় মাদকের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের অবস্থান আরও দৃঢ় হচ্ছে। মাদকের ভয়াল বিস্তার রোধ ও যুবসমাজকে রক্ষায় সচেতন এলাকাবাসীর উদ্যোগে পৃথক অভিযানে দুই মাদক কারবারিকে আটক করে পুলিশের হাতে সোপর্দ করা হয়েছে।

আটককৃতরা হলেন উপজেলার নতিপোতা গ্রামের হযরত আলীর ছেলে খায়রুল হাসান পুলক (৪০) এবং দলকা-লক্ষ্মীপুর গয়েশপুর মাঠপাড়া এলাকার নুর ইসলামের ছেলে বিদ্যুৎ হোসেন (৩৭)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত শুক্রবার রাত ৮টার দিকে খায়রুল হাসান পুলককে এবং শনিবার পৃথক অভিযানে বিদ্যুৎ হোসেনকে নিজ নিজ এলাকা থেকে আটক করেন স্থানীয় সচেতন জনগণ। পরে তাদের কাছ থেকে অবৈধ মাদকদ্রব্য উদ্ধার করে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আটক দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পৃথক মামলা দায়ের করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে শনিবার তাদের চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে পাঠানো হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিন বলেন, “মাদকের ভয়াল থাবা থেকে যুবসমাজকে রক্ষা করতে এলাকাবাসী

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সচেতন নাগরিকদের সহযোগিতায় দুই মাদক কারবারিকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।”

তিনি আরও বলেন, “মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে পুলিশ ও জনগণের সম্মিলিত উদ্যোগই সবচেয়ে বড় শক্তি। মাদক ব্যবসায়ী, সেবনকারী ও মাদকের সঙ্গে জড়িত কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। এ ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানাই।”

স্থানীয় সচেতন মহলের মতে, মাদকের বিরুদ্ধে প্রশাসনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ বাড়লে সমাজ থেকে মাদকের বিস্তার অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব হবে। এলাকাবাসীর এমন সাহসী ও দায়িত্বশীল ভূমিকা অন্যদেরও উদ্বুদ্ধ করবে এবং একটি নিরাপদ, সুস্থ ও মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

মেহেরপুরের ইসলামনগর মৌজায় অন্তর্ভুক্তির প্রতিবাদে বাহাগুন্দা গ্রামবাসীর বিক্ষোভ

মেহেরপুর সদর উপজেলার নবগঠিত ৯৭ নম্বর ইসলামনগর মৌজায় গাংনী উপজেলার ৫০ নম্বর বাহাগুন্দা মৌজার ১ থেকে ১২৫৬ নম্বর আরএস দাগ অন্তর্ভুক্ত করার গেজেট নোটিফিকেশন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন বাহাগুন্দা গ্রামবাসী।

আজ শুক্রবার জুমার নামাজের পর বাহাগুন্দা জামে মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি গ্রামের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বাহাগুন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশে গ্রামবাসী তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, নবগঠিত ইসলামনগর মৌজায় বাহাগুন্দা মৌজার বড় একটি অংশ অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় গ্রামবাসী চরম প্রশাসনিক ও নাগরিক জটিলতার মুখে পড়বেন। বিশেষ করে জমি রেজিস্ট্রেশন, নামজারি, খাজনা পরিশোধ ও ভূমি-সংক্রান্ত কাগজপত্র নিষ্পত্তিসহ সরকারি বিভিন্ন সেবা গ্রহণে সাধারণ মানুষকে চরম ভোগান্তি পোহাতে হবে।

বক্তারা আরও উল্লেখ করেন, এতদিন বাহাগুন্দা মৌজার যাবতীয় কাজ গাংনী উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের মাধ্যমে সম্পন্ন হতো। কিন্তু নতুন গেজেটের ফলে মৌজা বিভক্ত হওয়ায় জমির অবস্থানভেদে গ্রামবাসীকে কখনো মেহেরপুর সদর, আবার কখনো গাংনী উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে ছুটতে হবে। এতে সময় ও অর্থ ব্যয়ের পাশাপাশি নাগরিক ভোগান্তি বহুগুণ বাড়বে। এছাড়া ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রেও বিভ্রান্তি ও জটিলতা সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। তাই বাহাগুন্দা মৌজাকে পূর্বের প্রশাসনিক কাঠামোর অধীনে বহাল রেখে ইসলামনগর মৌজায় অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত বাতিলের জোর দাবি জানান তারা।

প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মফিদুল ইসলাম, ধানখোলা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক নুর ইসলামসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। এসময় বিপুলসংখ্যক গ্রামবাসী উপস্থিত ছিলেন এবং দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ঘোষণা দেন।

সমাবেশ থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি দ্রুত গেজেট নোটিফিকেশন পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানিয়ে বক্তারা বলেন, জনস্বার্থবিরোধী এ সিদ্ধান্ত বাতিল না করা হলে ভবিষ্যতে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

গাংনীর ঢেপা-পাঙ্গাসিপাড়ায়

দুইটি গরু চুরি, উদ্বেগ-শঙ্কায় গ্রামবাসী

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ঢেপা-পাঙ্গাসিপাড়ায় দুইটি গরু চুরির ঘটনা ঘটেছে। গভীর রাতে একটি গোয়ালঘরের তালা ভেঙে এইড়ে ও গাভিন জাতের দুইটি গরু চুরি করেছে চোরের একটি সংঘবদ্ধ দল।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুরো গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। আগের মতো রাত জেগে গ্রাম পাহারা দিতে হবে, এমন দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন স্থানীয়রা।

স্থানীয় সূত্র ও ভুক্তভোগী পরিবার জানায়, গতকাল সোমবার দিবাগত গভীর রাতে মানিক মিয়ার গোয়ালঘরের তালা ভেঙে দু’টি গরু নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। ভোরে মানিকের ছোট ছেলে গোয়ালে গিয়ে দেখতে পায় দরজা খোলা, আর ভেতরে গরু নেই। গোয়ালঘরে মোট তিনটি গরু ছিল। চোরেরা একটি ষাড় ও একটি গাভি গরু চুরি করে নিয়ে গেলেও বাছুরটিকে ফেলে গেছে। সকালে সবাই গিয়ে দেখে—বাছুরটি এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, নির্বাক চোখে তাকিয়ে আছে ফাঁকা গোয়ালের দিকে।

গরুর মালিক মানিক হোসেন বলেন, রাত ১০টার দিকে পাড়া থেকে বাড়ি ফিরে গোয়াল পরিষ্কার করে গরু বেঁধে তালা লাগাই। সবকিছু ঠিকঠাক ছিল। সকালবেলা ছেলে বলে—‘বাবা, গরু নেই’। তখন দেখি তালা ভাঙা। চুরি হওয়া দুই গরুর মধ্যে একটি ষাড় ছিলো, যার বাজারমূল্য প্রায় ২ লাখ টাকা, আর গাভি গরুটির মূল্য প্রায় ৭৫ হাজার টাকা বলে দাবি করেন তিনি।

মানিকের পরিবারের সদস্যরা জানান, যত্ন করে, কষ্ট করে গরুগুলো বড় করছিলাম। এভাবে যদি চুরি হয়, গরু পালবো কিভাবে? এ ধরনের বড় ধরনের ক্ষতি সামাল দেওয়া তাদের জন্য খুবই কঠিন।

এ ঘটনায় গ্রামের মানুষের মধ্যে চরম দুশ্চিন্তা দেখা গেছে। অনেকেই রাতের ঘুম হারাম করে পাহারার প্রসঙ্গ তুলেছেন। তাদের চোখে মুখে ফুটে উঠেছে ভয় ও ক্ষোভের চিত্র।

সেলিম হোসেন নামের এক গ্রামবাসী বলেন, এভাবে যদি চুরি হতে থাকে তাহলে কেউই নিরাপদ থাকবে না। আবার কি আগের মতো রাতে লাঠিসোটা নিয়ে গ্রামের সবাইকে পাহারা দিতে হবে?

শফিকুল ইসলাম নামের আর একজন বলেন, কয়েক বছর আগে চোরের উপদ্রব বেড়ে যাওয়ায় পুরো গ্রাম পালা করে পাহারা দিতাম। এখন আবার সেই দিন ফিরে আসবে কিনা, এই চিন্তায় সবাই।

ঘটনার খবর পেয়ে সকালে গাংনী থানার এস আই শিমুল হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। তারা গোয়ালঘরের ভাঙা তালা, গরু রাখার স্থান ও আশপাশ ঘুরে দেখেন।

এস আই শিমুল হোসেন বলেন, খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়েছি। আশেপাশের সিসি টিভি ফুটেজ দেখে চোর সনাক্তকরার চেষ্টা চালাচ্ছি। চুরি যাওয়া গরু উদ্ধার ও চোরদের আইনের আওতায় আনার জোর চেষ্টা চলছে।

মেহেরপুরে জলাবদ্ধতা নিরসনের দাবীতে ৬ গ্রামবাসীর মানববন্ধন

ফসলি জমির পানি নিষ্কাশনের দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচী পালন করেছেন ৬ গ্রামবাসী।

রবিবার সকালে গাংনী উপজেলার তেরাইল, মহব্বতপুর, বাদিয়াপাড়া, কামারখালি, ষোলটাকা ও সহড়াবাড়িয়া গ্রামের শতাধিক কৃষক মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ কর্মসূচি পালন করেন। মানববন্ধন শেষে তারা জেলা প্রশাসকের কাছে তাদের দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করেন।

মানববন্ধনে নেতৃত্ব দেন বামুন্দি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো।

তিনি বলেন, তেরাইল মোহাম্মদপুর ষোলটাকা তিন গ্রামের মাঠে জলাবদ্ধতার কারণে চাষাবাদ বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা ইতিপূর্বে প্রশাসনকে জানিয়েছি মানববন্ধন হয়েছে ওই মাঠে। তখন অল্প ছিল জলবদ্ধতা। আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেয়ে পুরো মাঠ প্লাবিত হয়েছে। মাঠ প্লাবিত হওয়ার সাথে সাথে গ্রামে চলে এসেছে। গ্রামের রাস্তাঘাট

ডুবে গেছে। এখন এটা যদি নিরসন না হয় ফসলের তো ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে পাশাপাশি গ্রামের মানুষের অনেক ক্ষতি হবে। রাস্তার পাশে ক্যানাল আছে সেগুলো হয়তো বন্ধ হয়ে গেছে। এখন প্রশাসন নজর দিয়ে ক্যানালগুলো যদি ঠিক করে দেয় তাহলে জলবদ্ধতা কমে যাবে।

এ সময় বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, বহু বছর ধরে সঠিক পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকায় প্রতি মৌসুমে হাজার হাজার বিঘা জমির ফসল পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টি বা সামান্য প্লাবন হলেই জমি ডুবে যায়। ধান, পাট, শাকসবজি থেকে শুরু করে সব ধরনের ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

কৃষকরা বলেন, সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে বহুবার অভিযোগ জানানো হলেও কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফলে কৃষকরা একদিকে লোকসানের বোঝা বইছেন, অন্যদিকে ঋণের টাকা শোধ করতে হিমশিম খাচ্ছেন। বক্তারা দ্রুত সেচ ও পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানান। ষোলটাকা ইউনিয়নের সাত আটটা গ্রামের প্রচুর জমিতে সব গ্রামের পানি এসে আটকে থাকে। পানি নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা না থাকাই জমিতে সারা বছর পানি আটকে থাকে । যার ফলে কোনরকম চাষাবাদ করা যায় না। বড় বড় মাছ ব্যবসায়ীরা পুকুর কাটার জন্য ক্যানাল বন্ধ করে ফেলে। ক্যানাল বন্ধ হাওয়াই মূলত জলবদ্ধতার কারণ। চাষাবাদ না করতে পেরে আমাদের গ্রামের মানুষ অনাহারে না খেয়ে থাকে। এর পাশাপাশি গ্রামের সকল মানুষের গরুর খাবারে সংকট দেখা যায়। তিন থেকে পাঁচ হাজার বিঘা জমি পানি আটকে আছে।

পানি নিষ্কাশনের পদক্ষেপ না নিলে আগামীতে গমের চাষ হবে না, ভুট্টা চাষ হবে না, কৃষকের আরো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। রবিশস্যের চাষ গুলো আমাদের মাঠে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে।

মানববন্ধন শেষে কৃষকরা জেলা প্রশাসকের কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন।

কোটচাঁদপুরে সড়কে ধানের চারা রোপণ করে ব্যতিক্রমী প্রতিবাদ গ্রামবাসীর

বেহাল সড়ক সংস্কারের দাবিতে বারবার আবেদন করেও প্রতিক্রিয়া না পাওয়ায় ব্যতিক্রমী পন্থায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার তালসার গ্রামের বাসিন্দারা।

মঙ্গলবার দুপুরে তারা তালসার থেকে ঘাঘা বালিখোলা সড়কের ক্ষতিগ্রস্ত অংশে ধানের চারা রোপণ করে প্রতীকী প্রতিবাদ জানান।

স্থানীয়রা জানান, তালসার বাজার থেকে ঘাঘা বালিখোলা পর্যন্ত দেড় কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কের প্রায় এক কিলোমিটার অংশে ইটভাঙা সলিং ভেঙে কাদা ও খানাখন্দে পরিণত হয়েছে। বাকি অংশের অবস্থাও আরও করুণ। দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় সড়কটি এখন একেবারেই চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।

তালসার পূর্বপাড়ার বাসিন্দা ও সাবেক সেনা সদস্য রবিউল ইসলাম বলেন, আমাদের পাড়ার প্রায় পাঁচ হাজার মানুষের চলাচলের একমাত্র সড়কটি এখন মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় বলেও কোনো লাভ হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে প্রতীকীভাবে ধানের চারা রোপণ করে প্রতিবাদ জানিয়েছি।

স্থানীয় কুশনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহরুজ্জামান সবুজ বলেন, রাস্তাটি এলজিইডির আওতাধীন হওয়ায় ইউনিয়ন পরিষদ থেকে কোনো প্রকল্প নেওয়া যাচ্ছে না। তবে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে বারবার জানানো হয়েছে। প্রতিবছর ব্যক্তিগত উদ্যোগে সামান্য সংস্কারের চেষ্টা করি।

এ বিষয়ে কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রকৌশলী সিদ্ধান্ত কুমার কুন্ডু বলেন, ঘটনার বিষয়ে আমি অবগত ছিলাম না। রাস্তার সুনির্দিষ্ট নাম জানানো হলে খোঁজ নিয়ে দেখা হবে সেটির এলজিইডির আইডি রয়েছে কি না। না থাকলে কীভাবে কাজ শুরু করা যায়, তা বিবেচনা করা হবে।

কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কাজী আনিসুল ইসলাম বলেন, এখন ঘটনাটি জানতে পারলাম। দ্রুত খতিয়ে দেখে

হরিণাকুন্ডুতে দু’দল গ্রামবাসীর মধ্যে সংঘর্ষে আহত শতাধীক

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডুতে দু’দল গ্রামবাসীর সংঘর্ষে অন্তত শতাধীক লোক আহত হয়েছে। গতকাল রোববার বিকেলে উপজেলার চরপাড়া বাজারে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মাঠে নামে বাংলাদেশ সোনাবাহিনী।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, শনিবার বিকেলে হরিণাকুন্ডুর চরপাড়া বাজারে মাছ কেনাবেচা নিয়ে চরপাড়া ও শৈলকুপা উপজেলার মাইলমারি গ্রামের লোকজনের মাধ্যে বাক-বিতন্ডা ও হাতাহাতি হয়।

এছাড়া রোববার সকালে পার্শবর্তী পোড়াহাটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাইলমারি গ্রামের দুই ছাত্রকে মারধর করে চরপাড়া গ্রামের ৩ বহিরাগত ছাত্র। এরই জের ধরে দুই গ্রামের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। ৩ ঘন্টার বেশি সময় ধরে চলা এই সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত শতাধীক লোক আহত হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আহতদের উদ্ধার করে হরিণাকুন্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় অতিরিক্তি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

হরিণাকুন্ডু থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম এ রউফ খান জানান, ঘটনার বিষয় শুনার পর চরপাড়া পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেও নিয়ন্ত্রণে না আনতে পারায় পরবর্তীতে হরিনাকুন্ডু থানা থেকে অতিরিক্ত পুলিশ সহ আমি নিজেই ঘটনাস্থানে যায়।

পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারাই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীনির

সহযোগিতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে।

শৈলকুপায় গড়াই নদীর সেই কুমির আটক করলো গ্রামবাসী

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় গড়াই নদীর সেই আলোচিত কুমিরটি আটক করেছে স্থানীয়রা।

গতকাল বুধবার (১২ মার্চ) রাত ৯ টার দিকে উপজেলার হাকিমপুর সুবিদ্দাহ গোবিন্দপুর একটি বাড়ি থেকে কুমিরটিকে আটক করা হয়।

স্থানীয়রা জানায়, সুবিদ্দাহ গোবিন্দপুর গ্রামের একটি বাড়িতে গড়াই নদী থেকে উঠে আসে কুমিরটি। তখন এলাকাবাসী বিষয়টি জানতে পেরে মাছ শিকার করা জাল দিয়ে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে কুমিরটিকে। তাদের জালে আটকা পড়ে কুমিরটি। সকলে মিলে কুমিরটিকে রশি দিয়ে বেঁধে ব্যাটারিচালিত ভ্যানে করে এলাকায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়।

ওই এলাকার বাসিন্দা সোহাগ বলেন, হঠাৎ জানতে পারি আমাদের গড়াই নদীতে ভেসে বেড়ানো চারটি কুমিরের মধ্যে একটি কুমির লোকালয়ের একটি বাড়িতে উঠে এসেছে। আমরা সকলে মিলে কুমিরটিকে জাল দিয়ে আটক করেছি।

জেলা বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. জাকির হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, গড়াই নদীতে ভেসে বেড়ানো কুমিরটি রাতে একটি বাড়িতে উঠে এলে স্থানীয়রা কুমিরটিকে আটক করে। খবর পেয়ে বন বিভাগের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। খুলনা থেকে আমাদের একটি টিম ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছেন। তারা পৌঁছে কুমিরটি উদ্ধার করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা শেষে উপযুক্ত স্থানে অবমুক্ত করবে।

[redacted]

[redacted]